সুবোধেতিহাস।

অর্থাৎ

সুশীল নামক সুবোধ বালকের সচ্চরিত্রতা ও
বিদ্যাভ্যাসাদি বিষয়ক প্রস্তাব

কর্তৃক

পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে

অনুবাদিত হইয়া

শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে

মুদ্রিত হইল।

সন ১২৭০ সাল।

ভূমিকা।

বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যা উন্নতির প্রতি মনুষ্যবর্গের যে প্রকার যত্ন ও আয়াস দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় অতি অল্প দিবস মধ্যে এই পৃথিবীমণ্ডলে আর বিদ্যাহীন নর দৃশ্য হইবে না, কেননা তাহাদিগের বিদ্যানুশীলনে যেরূপ জ্ঞান বুদ্ধি সংগ্রহ হইতেছে তাহা কোনকালে কেহ প্রত্যাশা করে নাই। তথাচ যে অল্প সংখ্যক বালক বালিকাগণ বিদ্যাভ্যাষ করে, অথচ তাহার মর্ম্ম সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে পারে না তাহাদিগের মনোরঞ্জনার্থ শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি মহোদয় বিরচিত গদ্য [illegible] মঞ্জরী নামক প্রবন্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক [illegible] অভিনব [illegible] পয়ারাদি ছন্দে ছন্দোবন্ধ করিয়া [illegible] প্রকাশ [illegible]তেছি, যদ্যপি ইহা গুণগ্রাহক পাঠকবর্গের নিকট আদরনীয় ও গ্রহণীয় হয়, তবে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব কেননা যদিও ইহাতে অনেক দোষ সম্ভাবনা তথাপিও যেমন,—

জীবন মিশ্রিতং ক্ষীরং মরালে দীয়তাং যদি।
নীরং ত্যক্ত্বা ক্ষীরমেব পিবতি স যথেচ্ছয়া॥

ক্ষীরসনে বারি যদি একত্রিত করে। পানজন্য দেহ রাজহংসের অধরে॥ নীরভাগ পরিত্যাগ করিয়া মরাল। পান করে দুগ্ধ যাহা স্বাদেতে রসাল॥ তদ্রূপ জ্ঞানী গুণীগণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকের দোষ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া অনুকম্পাপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থিত কথঞ্চিৎ গুণ গ্রহণ করিবেন অলমিতি বিস্তরেণ।

শ্রীবিশ্বম্ভর দত্ত।

সুবোধেতিহাস।

বঙ্গদেশ মধ্যে খ্যাত কৌণ্ডিন নগরে।
সুধীর নামক একজন সাধুবরে॥
প্রিয়ম্বদা প্রিয়তমা প্রেয়সীর সনে।
বহু কালাবধি বাস করে হৃষ্ট মনে॥
তাহার সৌভাগ্যোদয়ে কিছুকাল পরে।
জন্মিল সন্তান এক প্রেয়সী উদরে॥
জাতকর্ম্ম অন্নাশন আদি সমাপিয়ে।
সুশীল বলিয়া ডাকে প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
অস্ফুট কুমার বাণী শ্রবণে শ্রবণে।
স্থলপদ্ম সমআশা হেরিয়া নয়নে॥
ভবিষ্যৎ সুখ আশে মহ সুখ জ্ঞানে।
লালন পালন তার করে দুইজনে॥
এইরূপে কিছুকাল ক্রমে হলে গত।
অসার সংসার যাত্রা কার নির্ব্বাহিত॥
রাখিয়া জনসমাজে আপন সুখ্যাতি।
রাখিয়া আপন পুত্রে স্বভার্য্যা সংহতি॥
অনন্ত সুখ সেবন করিবার তরে।
সুধীর করিল যাত্রা শমন আগারে॥
প্রিয়পতি প্রাণান্তরে প্রিয়ম্বদা সতী।
হইলেন ছিন্নভিন্না শোকান্বিতা মতি॥

হাহাকার শব্দ করি হইয়া কাতরা।
ক্রন্দনেতে কৈল অন্ধ নয়নের তারা॥
বক্ষাঘাত করে আর প্রকাশে বচনে।
নারীর জনম বৃথা স্বামীধন বিনে॥
সতী সাধ্বী নারী পক্ষে পতি গতি মতি।
শমন ভবনে যদি তাঁর হৈল গতি॥
এ ভব সংসারে আর থাকি কি কারণে।
আমিও যাইব তবে মৃত পতি সনে॥
হেনরূপে সহমৃতে যাইবার তরে।
আপন মতি প্রকাশ করিবার পরে॥
প্রতিবাসী নারীগণ বিশেষ যতনে।
বুঝাইল তারে হেন কোমল বচনে॥
এ ভব জলধি জলে জন্মে যেইজন।
কালেতে হইবে তার শরীর পতন॥
অদ্য কিম্বা কল্য কিম্বা শতাব্দ অন্তরে।
অবশ্য যাইতে হবে শমনের ঘরে॥
তাহাতে তাহার জন্যে আপন জীবন।
কে কোথা এখন করে থাকে বিসর্জ্জন॥
বুদ্ধিমতী সতী তুমি করহ শ্রবণ।
সতীর উচিত বটে করিতে গমন॥
কিন্তু বর্ত্তমান নৃপ ব্যবস্থানুসারে।
সে বিধি অবিধি তুল্য হয়েছে সংসারে॥
বিশেষতঃ শিশু ছেলে কার কাছে রেখে।
স্বামীর সহিতে যাবে বলহ আমাকে॥
তোমা বিনা এই শিশু কহ কি প্রকারে।
জীবন যাপন করি বাঁচিবে সংসারে॥
হেন কথা প্রিয়ম্বদা শুনিয়া শ্রবণে।
সন্তানের মুখপদ্ম হেরিয়া নয়নে॥

করুণায় আর্দ্রীভূতা হইয়া অন্তরে।
সে বাসনা পরিত্যাগ করিলেন পরে॥
প্রতিবাসী জনগণে তার স্বামী দেহ।
শ্মশানভূমিতে অগ্নিদানে করে দাহ॥
অতঃপর সময়েতে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
করিয়া তাহার কার্য্য কৈল সমাপন॥
প্রিয়ম্বদা সতী নারী স্বামির নিধনে।
শোক দুঃখ প্রকাশেন শোকার্ত্ত বচনে॥
বিধির অবিধি হেরি এ ভব সংসারে।
অকালেতে মম প্রাণপতি প্রাণ হরে॥
স্বামী বিনা কে করিবে সংসার পালন।
কিরূপে নন্দন করে জীবন ধারণ॥
পতিহীনা রমনীর সদা চিন্তা মতি।
পরিশেষে এ জনার কি হইবে গতি॥
সজল নয়নে শোকে হয়ে বিচলিত।
সন্তাপ প্রকাশ করে বর্ণন অতীত॥
অতঃপর সন্তানের মুখশশী হেরে।
সান্ত্বনা প্রদান করে আপন অন্তরে॥
লালন পালন তার কিরূপে হইবে।
চিন্তায় ব্যাকুল চিত্ত হন নিশি দিবে॥
এদিগে শিশু সন্তান লালন পালনে।
শুক্লপক্ষ শশী তুল্য ক্রমে দিনে দিনে॥
যত বয়সনে দেহ বাড়িতে লাগিল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি সব হইল প্রবল॥
ক্ষুধা তৃষ্ণাতে আহার পেয় প্রয়োজন।
ধন বিনা তাহা নাহি হয় সংযোজন॥
অতএব কোথা হতে ধন পেতে পারি।
হেন ভাবি সচিন্তিত প্রিয়ম্বদা নারী॥

পূর্ব্বের সঞ্চিত ধন বিভব যা ছিল।
অন্ন বস্ত্র জন্যে সে সকল নিঃশেষিল।
কষ্ট সৃষ্টে পঞ্চবর্ষগত হলে পর।
প্রিয়ম্বদা পুত্র জন্যে হইয়া তৎপর॥
বিদ্যারম্ভ করাইয়া তারে বিদ্যালয়ে।
পাঠাইল অধ্যয়ন করণ আশয়ে॥
মাতৃ নিয়োগানুসারে সুশীল সুজন।
প্রতি দিন পাঠাগারে করিয়া গমন॥
বিদ্যাভ্যাসে যত্নশীল হইয়ে অন্তরে।
ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবুদ্ধি উপার্জ্জন করে॥
এরূপে সুশীল অতি সুশীলের মত।
সহাধ্যায়ী সহ সুখে শিখে কত মত॥
শিক্ষকেরা হেরি সুশীলের সুশীলতা।
বিশেষ বিনীত ভাব সহ দরিদ্রতা॥
অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা সুশীলের প্রতি।
প্রকাশিয়া যত্ন আর সমধিক প্রীতি॥
দিবানিশি সমুচিত শ্রম সহকারে।
দুর্লভ সুবিদ্যারত্ন দিলেন তাহারে॥
সুশীল স্বভাবে নম্র স্বভাব প্রশান্ত।
বুদ্ধিবলে বিদ্যা চিন্তা করিয়া একান্ত॥
বাল্য চাপল্যতা সব পরিহার করি।
বিদ্যা অধ্যয়ন করে দিবস সর্ব্বরী॥
পণ্ডিত নিকটে যাহা করে অধ্যয়ন।
মনে মনে সযতনে স্মরি সর্ব্বক্ষণ॥
পাষাণ অঙ্কিত রেখা সম সেই ধনে।
হৃদয় রাজ্যেতে রাখে অতীব যতনে॥
এইরূপে অল্প কালে সুধীর বালক।
উদয় করিয়া হৃদে বিদ্যার আলোক॥

ক্রমে বিদ্যা মন্দিরস্থ উচ্চোচ্চ শ্রেণীতে।
নিযুক্ত হইল বিদ্যা অর্জ্জন করিতে॥
যেই পরিমাণে বিদ্যাভ্যাষে হৈল রত।
ততোধিক যত্ন তাতে তার সেই মত॥
তাহার জ্ঞান মুকুল হলে বিকসিত।
সৌরভ গৌরবে সবে করে আমোদিত॥
গুরুজন প্রতি ভক্তি প্রকাশে সতত।
বয়স্যের প্রতি প্রীতি প্রকাশিতে রত॥
অসত ব্যক্তির ও সঙ্গ পরিহার করি।
সজ্জন সমাজে স্থিতি দিবস সর্ব্বরী॥
তাহার চরিত্র আদি করি দরশন।
সন্তুষ্ট হইয়া তত্র প্রতিবাসীগণ॥
অহরহ স্নেহ সুধা করি বরিষণ।
অভিষেক করে তারে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
তাহার সুযশোরূপা নর্ত্তকী সম্প্রদা।
সবার রসনাঙ্গনে নৃত্য করে সদা॥
তাহার সততা গুণ মহারত্ন জ্ঞানে।
সকলে ভূষণ করি ভাবে সুযতনে॥
এরূপে যখন সুশীলের বয়ঃক্রম।
করিল ষোড়শ বর্ষ ক্রমে অতিক্রম॥
তখন তাহার মাতা প্রিয়ম্বদা সতী।
অসার ভাবিয়া ভব সংসারের গতি॥
পড়ি বিশাল কালের করাল বদনে।
অতিথি হলেন গিয়া শমন সদনে॥
মাতৃ বিয়োগের শোকে হয়ে সকাতর।
সুশীল হইল অতি ভাবিত অন্তর॥
অকুল বিপদার্ণবে হইয়া পতিত।
কি করিবে কোথা যাবে ভাবে অবিরত॥

কিন্তু কিছু দিনান্তর হইল স্মরণ।
মহাত্মা পুরুষেরা কহ একরূপ বচন॥
বিপদেতে ধৈর্য্য আর সম্পদেতে ক্ষমা।
সভাতে বাক্য বিন্যাস যুদ্ধেতে বিক্রম॥
প্রকাশ করিয়া থাকে জ্ঞানী গুণীগণ।
অধ্যাপক নিকটেতে করেছি শ্রবণ॥
অতএব মম মাতৃ শোকে কোনমতে।
না হব দুঃখিত ব্যাকুলিত মম চিতে॥
এভাবে যদিও মাতৃ শোক সম্বরণ।
করিয়া হৃদয়ে ধৈর্য্য করিল ধারণ॥
তথাপি মানস-গৃহ বিদ্যা ধনার্জ্জনে।
বিঘ্নরূপ দুঃখার্ণবে দহে সর্ব্ব ক্ষণে॥
একে ধনহীন তাহে হয়ে মাতৃহীন।
কিরূপে নির্ব্বাহ হবে তার দুঃখ দিন॥
কাতর হইয়ে গ্রাসাচ্ছাদন কারণ।
হেরি অন্ধকারময় এ তিন ভুবন॥
আপন ভোজন আর পানের চেষ্টায়।
যথেষ্ট সময় অপচয় হইবায়॥
বিদ্যাগারে উপযুক্ত সময়ানুক্রমে।
গমন করিতে নাহি পারে কোন ক্রমে॥
সুতরাং সুবিদ্যাধন অভ্যাস বিষয়।
আপনাকে হতাশ গণিল সে সময়ে॥

———

একদা অরুণোদয়ে, সুশীল স্বীয় আলয়ে,
বহির্দ্বারে আসনে বসিয়া।
দীনতা স্মরিয়া মনে, বাষ্প পূরিত লোচনে,
আক্ষেপোক্তি করিছে কান্দিয়া॥

ওহে ব্রহ্ম পরাৎপর, তব সৃষ্টি চরাচর,
পশু পক্ষী কীট আদি করি।
বাস করে যে সকলে, এ মহা মহীমণ্ডলে,
সে সকল সৃষ্টিত তোমারি ॥
কারে দাও মহাসুখ, কাহারে বা দাও দুঃখ,
সুখ দুঃখ ফেরে চক্রাকারে।
দুঃখ ভোগিবার তরে, আমারে কি এ সংসারে,
প্রেরণ করেছ জ্ঞাতসারে ॥
আমারে মূর্খস্বরূপ, নিবিড় তিমির কূপে,
পরিবৃত রাখবার তরে।
মম জননীর প্রাণ, করিলে হে অবসান,
একি হল তব সুবিচারে ॥
হয়ে ধনহীন নর, বল কিরূপে সত্বর,
মম কলেবর রক্ষা করি।
কিরূপে বা বিদ্যাধন, করি আমি উপার্জ্জন,
এ ঘোর শঙ্কটে হতে তরি ॥
ওহে জন্মদাতা তাত একবার দৃষ্টিপাত,
কর এ জনার দুঃখ হর।
মা তুমি আমারে ফেলে, কোথায় গিয়া রহিলে,
একবার আসি মুখ হের ॥
এইরূপ সে যখন, করি শোক উদ্দীপন,
মনোদুঃখ সু প্রকাশ করে।
শ্রাবণের ধারা মতে, তাহার নয়ন হতে,
অবিশ্রান্ত বহে বক্ষোপরে ॥
প্রতিবাসী একজন, সুজন অতি সুজন,
সুপণ্ডিত যেই বিচক্ষণ।
কার্য্যাভিলাষী অন্তরে, যাইতেছে স্থানান্তরে,
সুশীলেরে করি দরশন ॥

তারে জিজ্ঞাসা করিল, ওরে ও সুশীল বল,
তুমি আজি কি ভাবিয়া মনে।
বাটীর দ্বারেতে বসি, প্রকাশিছ শোক রাশি,
দুঃখ হয় যাহা দরশনে॥
কেহ কি তোমার প্রতি, করিয়াছে কটু উক্তি,
কিম্বা তব সনে অকারণে।
কেহ কি করেছে দ্বন্দ্ব, মনেতে হতেছে সন্ধ,
তব মুখশশী নিরীক্ষণে॥
হেরি সজল নয়ন, আর মলিন বদন,
নিদারুণ শোক হুতাশনে।
মম প্রাণ দহিতেছে, বক্ষ বিদীর্ণ হতেছে,
শান্ত কর মধুর বচনে॥
জনক ও জননীরে, তুমি কি স্মরণ করে,
এই মতে করিছ রোদন।
কিম্বা ভক্ষ্য পেয় জন্য, মনে হইতেছ ক্ষুন্ন,
বল মোরে বিশেষ কারণ॥
সুজনের এ বচন, সুশীল করি শ্রবণ,
অশ্রুবারি করি বিমোচন।
কহিল তাহার প্রতি, আমা প্রতি কোন ব্যক্তি,
করে নাই কটু উচ্চারণ॥
এ সংসারে জনগণ, মৃত ব্যক্তির কারণ,
কদাচিত শোক নাহি করে।
পরলোক গত নরে, কোথা অবস্থিতি করে,
সে বিষয়ে অন্তরে না স্মরে॥
কিন্তু আপন কারণে, সদা ভাবি দুঃখ মনে,
আপনার দুঃখেতে দুঃখিত।
অধিকন্তু মহাশয়, পিতা মাতা সুতচয়,
যতকাল থাকেন জীবিত॥

আপন সন্তানগণে, যতনে প্রতিপালনে,
কোনমতে অযত্ন না করে।
তাহারা হইলে গত, আপনি হয় চেষ্টিত,
আপনার দেহ রক্ষা তরে॥
স্বীয় দেহ রক্ষা তরে, অন্য জনের উপরে,
কেহ কভু না করে প্রত্যাশা।
যিনি সৃজেন কলেবর, তিনি দয়ার আকর,
পূর্ণ করেন সকলের আশা॥
জীবের আহার তরে, জননীর পয়োধরে,
যিনি ক্ষীর করেন প্রদান।
কঠোর জঠর বাস, করে যথা দশ মাস,
তথা তিনি হয়ে কৃপাবান॥
কোমল আহার দানে, তারে রক্ষা করেন প্রাণে,
তাহে হয় জীবের আকার।
শাবকের পালনেতে, পশুগণ হৃদয়েতে,
যিনি স্নেহ করেন সঞ্চার॥
এ ঘোর ভব সংসারে, প্রেরণ করি আমারে,
তিনি কি হে তাঁর সৃষ্ট জীবে।
বিনা অন্ন বস্ত্রদানে, তাঁহার কোমল প্রাণে,
অকারণে অকালে নাশিবে॥
আমিও সেই কারণে, অনর্থ ভাবিয়া মনে,
নাহি করি সময় যাপন।
ক্ষণমাত্র অহুল্লাসে, স্থান দিয়া হৃদাকাশে,
নাহি করি দুঃখের স্মরণ॥
কারণ যদ্যপি পশুগণ, হয়ে অশন অসাধন,
বিশ্বম্ভর কৃত এ সংসারে।
পেয়ে পানাদি ভোজন, সহদারা পরিজন,
জীবন যাপন সুখে করে।

মম দেহে অবিকল, থাকিতে ইন্দ্রিয় বল,
আমি কি হে হইয়ে নৈরাশ।
ক্ষুধানলে দগ্ধ কায়ে, লঘু জীবসম হয়ে,
ত্যজিব এ জীবনের আশ॥
মম হৃদয়ে কেবল, হয় এ দুঃখ প্রবল,
যদি মম অন্নাভাব তরে।
করি-দাসত্ব স্বীকার, শৈশব কাল আমার,
অতিপাত হয় করিবারে॥
তবে চিরদিন তরে, মূর্খতারূপ আঁধারে,
জ্ঞান নেত্র করিয়া মুদ্রিত।
বঞ্চিত হয়ে সুখাশ, অজর মূর্খতা পাশে,
থাকিতে হইবে হয়ে লিপ্ত॥
ভবে চতুষ্পদ সনে, এই নরাধম জনে,
কিছুই বিশেষ না থাকিবে।
সেই দুঃখে হয় দুঃখী, ক'র অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
ক্রন্দন করিতেছিলাম এব॥
সুশীলের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিস্তব্ধ হইয়া রহে প্রবীণ সুজন॥
বিশেষতঃ সে বালক যার বয়ক্রম।
ষোড়শ বৎসর হয় নাই অতিক্রম॥
তাহার বদনে হেন জ্ঞানের বচন।
শ্রবণে হইল তার আনন্দিত মন॥
অতঃপর তাবে আপনার মনোগতি।
কথা ব্যক্ত করবারে হইলে চেষ্টিত॥
তাহারে সে কথা নাহি কহিতে কহিতে।
সুশীল ক্রন্দনভাবে কহিল এমতে॥
মহাশয় আর কিছু কহ সবিশেষ।
বিদ্যাহীন জনের সংসারে নানা ক্লেশ॥

বিদ্যাহীন পুরুষের বিফল জীবন।
অসার তাহার পক্ষে সংসার ভুবন॥
চতুষ্পদ সনে কিছু ভেদ নাহি তার।
এ সংসার তার পক্ষে দুঃখের আগার॥
ভাই বন্ধু পিতা মাতা সুত পরিজন।
তাহারে অত্মীয় বলি না করে গণন॥
তাদের কটু কাটব্য বচন প্রয়োগে।
অশেষ ক্লেশাদি সদা সেই জন ভোগে॥
ভদ্র সমাজেতে মূর্খ লইলে আসন।
বিদ্যা আলোচনা যদি করে কোন জন॥
তাহার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারে।
কিম্বা তৎপ্রসঙ্গে বাক্য প্রয়োগ না করে॥
কেবল সে শব্দ মাত্র করিয়া শ্রবণ।
এক দৃষ্টে তার দিক করে নিরীক্ষণ॥
যথা চিত্র পুত্তলিকা হয়ে থাকে চিত্র।
তার সনে কিছু তার নাহি ভেদ মাত্র॥
পিত্রার্জ্জিত ধন যদি পায় মূর্খ নরে।
কোনরূপে তাহা রক্ষা করিতে না পারে॥
কিরূপে করিতে হয় ধনের ব্যাভার।
বিশেষ রূপেতে তেঁহ নহে জ্ঞাতসার॥
অতএব অপচয়ে করিয়ে বিদায়।
অন্তিমে দৈন্যতাভাবে করে হায় হায়॥
চরমে পরম গতি না লভে সেজন।
তাহার শুনহ এক বিশেষ কারণ॥
কি বলি করিতে হয় ঈশ আরাধন।
সে বিষয়ে কিছু জ্ঞাত নহে সেইজন॥
কেননা ঈশ সেবন বিনা জ্ঞানধন।
কোনরূপে নাহি পারে করিতে সাধন॥

অন্তত নীরয় ধামে করিয়ে গমন।
অনন্ত যাতনা ভোগ করে সর্ব্বক্ষণ॥
যেইজন বিদ্যা শিক্ষা করয়ে যতনে।
সেইজন লভে মান সকলের স্থানে॥
কি স্বদেশ কি বিদেশ যথা তার গতি।
প্রশংসা ভাজন হয় সেইজন তথি॥
যার ঘটে সরস্বতী করেন বিরাজ।
তার সম মান্য নহে রাজা অধিরাজ॥
বিদ্যাধন উপার্জ্জনে রত যেইজন।
তাহার প্রশংসা ব্যাপ্ত হয় ত্রিভুবন॥
স্বীয় রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হন প্রজা মান্য।
স্বদেশ বিদেশে জ্ঞানী হন ধন্য গণ্য॥
সকলের অগ্রগণ্য হয় সভামাঝে।
দেবতা সমান তারে সকলেতে পূজে॥
চিরকাল এ সংসারে নাম থাকে তার।
বিদ্যা তুল্য চিরস্থায়ী ধন নাহি আর॥
তাহার প্রমাণ কালিদাস কবিবর।
বররুচি আদি যত বিদ্যাবান নর॥
যতনে করিয়াছিল বিদ্যা উপার্জ্জন।
তাতেই প্রশংসা ব্যক্ত আছে ত্রিভুবন॥
কোন কালে কোন স্থানে ছিলেন জীবিত।
এখন মৃত্তিকাসাৎ কত দিন গত।
তবু তাহাদের বিদ্যাধনের গৌরবে।
এখন জীবিত যেন আছে এই ভবে॥
যদি বিদ্যাধনে ধনী না হইত তারা।
তাহাদের নাম,ধাম লুপ্ত হতো ত্বরা॥
পুর্ব্বকালে তাহারা যে ছিল এ ভুবনে।
কেহ কদাচিত নাহি ভাবিত হে মনে॥

অমূল্য রতন মণি কাঞ্চন প্রস্তর।
ততোধিক-দীপ্তিমান বিদ্যাবান নর॥
মণিমুক্তা বিনিময়ে হয় যেই ধন।
তাহাতে হইতে পারে শরীর পালন॥
দান ধর্ম্ম আদি কর্ম্ম হয় সম্পাদন।
তাতে ক্রমে শেষ হয় সেই সব ধন॥
কিন্তু বিদ্যা তদাপেক্ষা হয় মূল্যবান।
অন্য জনে যত তাহা করহ প্রদান॥
ততই গৌরব তার হয় সুপ্রকাশ।
কোন ক্রমে কোন্‌কালে নাহি তার নাশ।
সংসারে ধনের জন্যে বিবাদ ঘটিলে।
অনায়াসে তার অংশ লয় সবে মিলে॥
যত ইচ্ছা জ্ঞানধন করি উপার্জ্জন।
যতনে হৃদয়াগারে করহ স্থাপন॥
ক্রমে তার বৃদ্ধি বিনা হ্রাস নাহি হয়।
তস্করে যদ্যপি ভেদ করয়ে আলয়॥
তথাপি সে জ্ঞানধন করিয়া হরণ।
স্থানান্তরে লয়ে যেতে নারে কদাচন॥
যথাকার ধন তথা চির স্থির থাকে।
স্বগৌরবে চিরকাল ভবে নাম রাখে॥
জ্ঞানধন পুত্রে যদি কর বিতরণ।
সর্ব্বত্রে উজ্জ্বল হয় আপন বদন॥
অথচ ধনের ব্যয় নাহিক তাহাতে।
বরং সমৃদ্ধিলাভ হয় হে ক্রমেতে॥
যুবতী রমনী সম বিদ্যা সুখদায়ী।
বিদ্যা দত্ত সুখ ভবে চিরকাল স্থায়ী॥
মাতা সম স্নেহদাত্রী হয় জ্ঞানধন।
কোমল বাক্যেতে তোষে সকলের মন॥

পিতৃ সম ইষ্টকুর পর উপকারী।
গুরু উপদেশ তুল্য পরকালে তরি ॥
ভাস্করের প্রভা সম বিদ্যার কিরণ।
কালক্রমে ব্যাপ্ত হয় সংসার ভুবন॥
অতএব যেইজন বিদ্যা উপার্জ্জনে।
কায়মনোবাক্যে যত্ন করে এ ভুবনে॥
তার মত সুখী নর নাহি কোন স্থানে।
ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র বলি সবে জানে॥
যদ্যপি হে হেন রূপ অমূল্য রতন।
অশক্ত হলাম আমি করিতে অর্জ্জন॥
তবে কিবা দশা মম ঘটিবে সংসারে।
ভিক্ষাবলম্বন করি প্রতি দ্বারে দ্বারে॥
ভ্রমণ করিতে হবে উদরের তরে।
তাহাই হৃদয়ে ভাবি ব্যাকুল অন্তরে॥
ক্রন্দন করিতেছিলাম বসিয়া এখানে।
অতঃপর মহাশয় দয়া ভাবি মনে॥
দাঁড়ায়ে এতৎ স্থলে দুঃখাদি আমার।
স্বকর্ণেতে শুনি হইলেন জ্ঞাতসার॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু নাহি কোন জন
যারা মম প্রতি কৃপা করি বিতরণ॥
এই দুঃখদশা হতে করয়ে উদ্ধার।
মম ক্রন্দনের মার ভাব মাত্র সার॥
সুশীলের হেন কথা শুনিয়া সুজন।
কৃপা বিতরণ করি মধুস্বরে কন॥
তব দুঃখে দেহ মম হইল দাহন।
কাতর হয়েছি হেরি তোমার বদন॥
তোমার রোদনধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
অতিশয় বিষাদিত হৈল মম মন॥

মম অভিপ্রায় তবে শুন বাছাধন।
অন্ন বস্ত্র জন্য তুমি না কর চিন্তন॥
আমার ভবনে এবে করিয়া গমন।
অবস্থান কর তুমি হয়ে সুস্থ মন॥
পিতৃ গৃহ সম ভাবি আমার ভবন।
যথা তথা ইচ্ছা ভ্রম নাহিক বারণ॥
করিয়া ভোজন পান সুস্থ করি মন।
যত্নবান হয়ে কর বিদ্যা উপার্জ্জন॥
এখন ক্রন্দনভাব করি বিসর্জ্জন।
আমার সহিত তুমি কর আগমন॥
হেন কহি তার কর করিয়া ধারণ।
আপন ভবন দিকে করিল গমন॥
বনিতারে কহিল এ তোমার নন্দন।
যতনে ইহারে কর লালন পালন॥
সুশীল বালক তদা হৃষ্ট মন হয়ে।
পরম সুখেতে বাস করে তদালয়ে॥
মাতৃ সম ভক্তি প্রকাশিয়া তার প্রতি।
পিতার সমান হেরি সুজন মুরতি॥
দুঃখদশা ত্যজি রত হয়ে বিদ্যাভ্যাসে।
যাপন করয়ে কাল মনের উল্লাসে॥
সুশীল যখন বয়োবৃদ্ধি সহকারে।
বিদ্যালয়ে বিদ্যা বুদ্ধি উপার্জ্জন করে॥
তখন জনসমাজে তার যশঃ রাশি।
ক্রমেতে সমৃদ্ধিলাভ করিলেক আসি॥
কৃতবিদ্য হইয়ে সে অল্পদিন মধ্যে।
নিযুক্ত হইল বিদ্যা শিক্ষকের পদে॥
অনন্তর স্থিরচিত্তে করহ শ্রবণ।
শ্রীলযুক্ত মহাসেন নামক সুজন॥

শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যাশালী মহা বলবান।
ভূমিপাল ছিল এক রাবণ সমান॥
পণ্ডিত সমাজে তিনি প্রশ্ন চতুষ্টয়।
ব্যক্ত করেন তদুত্তর প্রাপন আশয়॥
যখন পণ্ডিতগণ তার প্রশ্নচয়।
সদুত্তর প্রদানেতে ক্ষম নাহি হয়॥
সুশীল গুরুর স্থানে করেন মিনতি।
যদ্যপি আপনি মোরে দেন অনুমতি॥
তবে আমি রাজদত্ত কয়েক প্রশ্নেতে।
সক্ষম হইব সদুত্তর প্রদানেতে॥
গুরু কহে তুমি শিশু অতি জ্ঞানহীন।
রাজদত্ত প্রশ্ন সেই অতি সুকঠিন॥
তাঁহার উত্তর দানে বিজ্ঞ জনগণ।
সর্ব্ব মতে পারক না হয় কদাচন॥
অতএব তুমি হয়ে বয়সে বালক।
কিরূপে উত্তর দানে হইবে পারক॥
যদিও সুযোগ্য বট আমি জানি মনে।
নৃপতি সভায় তোমা কেহ নাহি জানে॥
প্রশ্নের উত্তরাশায় তব মুখে শুনি।
উপহাস করিবেক সভা ও নৃমণি॥
অতএব তুমি এবে সে কর্ম্ম সাধনে।
কদাচিত অভিলাষ না করিও মনে॥
গুরুর এমত বাণী সুশীল শ্রবণে।
বিষাদিত চিত্ত হয়ে সজল নয়নে॥
তাহারে কহিল গুরু যদি তব প্রতি।
পিতা মাতা আশীর্ব্বাদে থাকে মম প্রীতি॥
নৃপের প্রদত্ত তবে প্রশ্নের উত্তর।
প্রদানে হইব শক্ত শুন গুরুবর॥

অতএব আমা প্রভৃতি হয়ে হৃষ্টমতি।
যাইতে নৃপতি স্থানে কর অনুমতি॥
গুরু কহে যদি তব নিতান্ত বাসনা।
যাইবারে তথাকারে না করিব মানা॥
অতএব সময়েতে সে কর্ম্ম সাধনে।
সত্বর হইয়া তুমি রাজার ভবনে॥
গমন করিয়া ঈশ চরণ প্রসাদে।
তাঁহার প্রসাদ লাভ কর মনসাধে॥
তাহাতে আমরা সবে সন্তুষ্ট হইব।
তব যশে পরিপূর্ণ হবে এই ভব॥
কিন্তু বাপু তুমি শাস্ত্রে যেরূপ পণ্ডিত।
তদ্রূপ রাজার নীতি নহ এবে জ্ঞাত॥
অতএব যেই ভাব নৃপতি সভার।
বিশেষ করিয়া বলি শুন ভাব তার॥
দশ দিকপাল অংশ বলি নৃপতিরে।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সর্ব্বকালে সুপ্রকাশ করে॥
তাতেও হইলে নৃপ বয়সে বালক।
অবজ্ঞা নাহিক করে তারে বৃদ্ধলোক॥
কেহ যদি অগ্নি কাছে থাকে অসাবধানে।
তার দেহ দগ্ধ হতে পারে সেইক্ষণে॥
অতঃপর জীবনাদি সাহায্য প্রদানে।
অনায়াসে সেইজন রক্ষা পায় প্রাণে॥
কিন্তু নৃপ সমীপেতে অসাবধান হলে।
তাঁর কোপানলে দগ্ধ হয় অবহেলে॥
ধন প্রাণ মান বন্ধু আর জাতি কূল।
অনায়াসে হতে পারে ত্বরায় নির্ম্মূল॥
কমলা যাঁহার গৃহে হয়ে সুপ্রসন্ন।
নিশ্চলা হইয়া বাস করেন চিরজন্য॥

যার ক্রোধানল হয় মৃত্যুর কারণ।
তাঁহারে অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥
তাঁর দণ্ড প্রতি দ্বেষ করা বৈধ নয়।
দণ্ড তুল্য উপকারি মিত্র কেবা হয়॥
রক্ত অক্ষ শ্যামকায় দণ্ড না থাকিলে।
যে সকল জীব বাস করে মহীতলে॥
তাহাদের কেহ সুখে ক্ষণকাল জন্য।
না পারে জীবন যাত্রা করিতে সম্পন্ন॥
দণ্ডাভাবে মানবের ধন প্রাণ কূল।
সম্ভ্রমাদি যত কিছু হইত নির্ম্মূল॥
দণ্ড ভয়ে দস্যুদল শান্তভাবে থাকে।
দণ্ড প্রভাবেতে সবে স্বস্ব ধর্ম্ম রাখে॥
রাজদণ্ড গুরু তুল্য হয় উপকারী।
কুকর্ম্ম হইতে সবে রাখেন নিবারি॥
যদ্যপি নিশিতে নর থাকে সুনিদ্রিত।
তথাপি জাগ্রত থাকে দণ্ড অবিরত॥
রাজার দোর্দণ্ড দণ্ড চির ব্যাপ্ত হয়।
দণ্ডভয়ে নারীগণ স্বামীগতা রয়॥
দণ্ডাশঙ্কায় পুত্র বিনয়িতা লাভ করে।
দণ্ড মহিমায় হিংস্র জন্তু আদি করে॥
সহসা নগর মধ্যে করি আগমন।
না পারে নরের প্রাণ করিতে হরণ॥
দণ্ড প্রতি রাখি দৃষ্টি মনুষ্য দুর্জ্জয়।
কাম ক্রোধ রিপু আদি করে পরাজয়॥
অতএব নৃপ দণ্ড বিধানাদি করি।
কোনমতে কারপক্ষে নহে অপকারী॥
সাধ্যমতে আপনার শক্তি অনুসারে।
সকলে তাঁহার আজ্ঞা সুপালন করে॥

যখন কোন বিষয়ে নৃপ মহামতি।
আপন বাক্য বিন্যাস করে কার প্রতি।।
সে কথা সমাপ্ত হবার অগ্রিম সময়।
কোন কথা বলা কার উপযুক্ত নয়॥
সভাতে তাঁহার অনুকুল বাক্য বিনে।
অন্য বাক্য ব্যক্ত নাহি করে জ্ঞানীজনে॥
তাঁর হিতকর কিম্বা অপ্রিয় বচন।
নিভৃতে তাঁহারে বলে থাকে সর্ব্বজন॥
উপযুক্ত কালে পর মঙ্গল কারণ।
তাঁর কাছে অনুরোধে না করি বারণ॥
কিন্তু আপনার শিব চেষ্টা করিবারে।
নিকটেতে উপরোধ বিজ্ঞে নাহি করে॥
অনুকুল ব্যক্তিদ্বারা করিবে প্রার্থনা।
তথাচ আপনি কদাচিত যাইবে না॥
রাজতুল্য বেশ ভূষা করা পরিধান।
কোনমতে যোগ্য নহে কহে জ্ঞানবান॥
তাহার দক্ষিণ কিম্বা বামেতে দাঁড়াবে।
কখন সম্মুখ স্থানে প্রাণান্তে না যাবে॥

সুশীল সুশীল মতি, সমুদয় রাজনীতি,
গুরু স্থানে হয়ে অবগত।
মুখীক‍ৃ বদ্ধহয়ে, কহে অতি সবিনয়ে,
মম নিবেদন হও শ্রুত॥
আপনার নিরুপম, কারুণ্য প্রভাবে মম,
ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়নে।
যেরূপ হয়েছে ফল, তাহে মম সুমঙ্গল,
আরশা হইবে ভাগ্য ক্রমে॥

আপনার অভিমত, রাজনীতি আদি যত,
কহিলেন মধুর বচনে।
শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে, সর্ব্বমতে মনসাধে,
করিলাম সংগ্রহ এক্ষণে॥
এবে যদি মম প্রতি, হয় তব অনুমতি,
তবে গিয়া নৃপের ভবনে।
তাঁর প্রশ্ন চতুষ্টয়ে, উত্তর প্রদানাশয়ে,
সচেষ্টিত হইব যতনে॥
কহিলেন গুরুবর, স্মরিয়া পরমেশ্বর,
শুভ যাত্রা করিয়া সত্বর।
নৃপের প্রশ্নে উত্তর, দান করি অতঃপর,
তাঁহার প্রসাদ লাভ কর॥
যিনি এ জগতপতি, যাঁর দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য চন্দ্র সূর্য্য তারা।
তিনিই তব মঙ্গল, করিবেন চিরকাল,
অতএব যাত্রা কর ত্বরা॥
এইরূপ আশীর্ব্বাদে, সুশীল বালক সাধে,
মনোসাধ করিতে পূরণ।
মনে মনে হয়ে প্রীত, করি শীর অবনত,
প্রকাশিল প্রেমের লক্ষণ॥
তৎপরে গুরু চরণ, করেতে করি ধারণ,
ভক্তিভাবে করিয়া প্রণতি।
তাঁহার আশীর্ব্বচন, শীরেতে করি ধারণ,
নৃপাগারে কৈল শুভগতি॥
যথা বিধি অনুসারে, নৃপ সভার মাঝারে,
সুশীল করিয়া আগমন।
আপন দক্ষিণ করে, পবিতে সংলগ্ন করে,
নৃপ প্রতি করি দরশন॥

কহিল আশীর্ব্বচন, তোমারে দীর্ঘ জীবন,
 সৃষ্টিকর্ত্তা করুণ প্রদান।
স্ত্রী পুত্র লয়ে সংহতি, ধরায় কর বসতি,
 যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান॥
হউক তব মঙ্গল, পৃথ্বীমাতা শুভ ফল,
 সর্ব্বদাই করুণ প্রদান।
আপনার প্রজাকুল, সতঃ থাকে অনুকুল,
 ক্রমে বৃদ্ধি হউক তব মান॥
তবারি হউক নাশ, সতত করুণ বাস,
 সিন্ধুসুতা আপন ভবন।
আপনারে আশীর্ব্বাদ, করিতে করিয়া সাধ,
 তব ধামে মম আগমন॥
রাখি একপ সম্মান, হইলে দণ্ডায়মান,
 অধিরাজ হয়ে হৃষ্টমন।
যথা সম্মান বিধান, রাখিতে তাহার মান,
 তারে দেন বসিতে আসন॥
রাজন ব্রাহ্মণ প্রতি, সর্ব্বদা করেন ভক্তি,
 মন তাঁর ব্রহ্ম সেবায় মগ্ন।
আসিয়া তাহার পাশে, গললগ্ন কৃতবাসে,
 দেহ করি ভুমিতে সংলগ্ন॥
তাহারে প্রণাম করে, জিজ্ঞাসেন মধুস্বরে,
 আপনার কোথায় নিবাস।
আপনি বা কেবা হন, কোথা হতে আগমন,
 আর কিবা তব মন আশ॥
সুশীল কহে রাজন, আমি ব্রাহ্মণ নন্দন,
 সুশীল আমার নাম জান।
অত্র স্থলে আপনারে, আশীর্ব্বাদ করিবারে
 হইয়াছে মম আগমন॥

আর বিশেষ প্রয়োজন, হয়েছে দেশে রটন,
ভবদীয় প্রশ্ন চতুষ্টয়।
তাহার উত্তর দানে, আশ্বাস করিয়া মনে,
আসিয়াছি তোমার আলয় ॥
নৃপ হেন বাক্য শুনে, ঈষদ্ধাস্যযুক্তাননে,
কহিলেন মধুর বচনে।
অপক্ক বুদ্ধি বালক, কিরূপে তুমি পারক,
হবে প্রশ্ন উত্তর প্রদানে ॥
তব বিদ্যা অধ্যয়ন, কোথা কর সমাপন,
কোন কোন শাস্ত্র তুমি জান।
সুশীল কহিল নৃপ কহি বচন স্বরূপ,
অনুগ্রহে করুণ শ্রবণ ॥
বয়সে প্রাচীন নহি, তাহাতে সন্দেহ নাহি,
কিন্তু বাগবাদিনী বালা নন।
অধিক বয়স্ক হলে, পবিত পরিলে গলে,
তাহারে আপনি বিজ্ঞ কন ॥
বয়সে নাস্তি বিজ্ঞতা, শাস্ত্রে যার নিপুণতা,
সেজন পণ্ডিত মধ্যে গণ্য।
কৌণ্ডিন নগরে ধাম, বিদ্যোৎকৃষ্ট সুধী নাম,
যেই জন হন দেশ মান্য ॥
আশৈশব কালাবধি, তদালয়ে স্মৃতি আদি,
শাস্ত্র করিয়াছি অধ্যয়ন।
জ্ঞান বিজ্ঞান ব্যবস্থা, সকল করিয়া আস্থা,
করেছি সম্পূর্ণ সমাপন ॥
বালক বোধে আমারে, মনে না অবজ্ঞা করে,
আপনার প্রশ্ন চতুষ্টয় ॥
জিজ্ঞাসা করিলে পর, আমি তার সদুত্তর,
প্রদান করিব মহাশয় ॥

পারি কিম্বা নাহি পারি, এই সভা বরাবরি,
সকলেতে জানিবে এক্ষণে।
সুশীলের এই কথা, শ্রবণ করিয়া তথা,
মহারাজ বিচারিল মনে ॥
এই যে দ্বিজকুমার, দর্শনে বালকাকার,
বিদ্যায় সমান বিজ্ঞজনে।
কহিল যে বাক্যচয়, বালকের তুল্য নয়,
যাহা হউক আমিত্ত এক্ষণে ॥
আপনার প্রশ্ন চারি, ইহারে জিজ্ঞাসা করি,
উত্তর প্রদান যদি করে।
তবেতো আমার সভা, তাহতে পাইবে শোভা,
পুরস্কার করিব উহারে।
সভাস্থ পণ্ডিতগণ, হইবে সহর্ষ মন,
হেরিয়া এ বালকের জ্ঞান।
যদ্যপি নাহিক পারে, বালক বোধে তাহারে,
বিদায় করিব তার স্থান ॥
কিন্তু যেই প্রশ্নগণ, সুধীরা করি শ্রবণ,
সহসা উত্তর দিতে নারে ॥
সে কথা এ বালকেরে, পূর্ণ সভার মাঝারে,
জিজ্ঞাসা করিব কি প্রকারে ॥
যদ্যপি করি জিজ্ঞাসা, সভাস্থ সবে সহসা,
আমারেও বলিবে অজ্ঞান।
অতএব এবে তারে, কোনরূপে ছল করে,
বিদায় করিব তার স্থান ॥
হেন ভাবি বালকেরে, নৃপতি মধুর স্বরে,
কহিলেন শুনহ নন্দন।
আমার প্রশ্নে উত্তর, দিতে আসে যেই নর,
তার প্রতি আছে দুই পণ ॥

একই প্রতিজ্ঞা মম, শ্রবণ কর প্রথম,
যদ্যপি উত্তর দিতে পারে।
তবে সভাতে তাহারে, আপনার দুহিতারে,
প্রদান করিব সালঙ্কারে॥
যদ্যপি নাহিক পারে, তবে শমন আগারে,
তাহারে যাইতে হবে জান।
তাই বলিরে নন্দন, ত্যাগ করি এই পণ,
স্বীয়ালয়ে করহ গমন॥
তাহা করিয়া শ্রবণ, সুশীল করি ক্রন্দন,
কহিলেন নৃপতির প্রতি।
মহারাজ আপনার, দণ্ডেতে মন আমার,
কদা নহে বিচলিত মতি॥
যদি তব পণে প্রাণ, হয় মম অবসান,
তবে তাহে কিবা ভয় আছে।
যাইয়া অমরধাম, করিব চির বিশ্রাম,
কহিতেছি আপনার কাছে॥
নৃপতি এ বাক্য শুনে, হর্ষ প্রফুল্ল বদনে,
কহিলেন সুশীলের প্রতি।
তোমার মুখের বাণী, শ্রবণ করিয়া আমি,
হইয়াছি আহ্লাদিত মতি॥
ওহে ব্রাহ্মণকুমার, তব আকার প্রকার,
অবস্থাদি করি দরশন।
তব প্রতি মম মন, করুণায় কি কারণ,
হইতেছে পূর্ণ অনুক্ষণ॥
আর হেন বোধ হয়, মম প্রশ্ন চতুষ্টয়,
যাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন।
তন্মধ্যে কোন না কোন, প্রশ্নে উত্তর পূরণ,
অনায়াসে করিবে এখন॥

কিন্তু অদ্যকার যাম, তুমি করহ বিশ্রাম,
কেননা প্রখর দিনকর।
প্রকাশিয়া স্বীয় কর, পৃথ্বী আদি চরাচর,
হয় দগ্ধ করিতে সত্বর॥
প্রশ্নের উত্তর দানে, প্রস্তুত হয়ে যতনে,
থাকহ নির্দ্দিষ্ট বাস স্থানে।
কল্য প্রাতে এই স্থানে, কহি সভা বিদ্যমানে,
সন্তুষ্ট করিও সর্ব্বজনে॥
অতঃপর বাসস্থান, আর ভোজনাদি পান,
আজ্ঞা করি সুশীলের প্রতি।
নৃপতি সহৃষ্টচিতে, বিচার ভবন হতে,
অন্তঃপুরে করিলেন গতি॥
সুশীল তদাজ্ঞা শুনি, আপন সৌভাগ্য মানি,
হয়ে অতি প্রফুল্লিত মন।
আশীষ করি রাজনে, ঈশ্বরে স্মরিয়া মনে,
ত্যাগ করি বিচার ভবন॥
তাঁর আতিথ্য সৎকার, করি আনন্দে স্বীকার,
তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে।
সত্বর গমন করে, স্নান করি অতঃপরে,
সৃষ্টিকর্ত্তা পূজা সমাপনে॥
তথায় ভোজন পান, করি সুখে সমাধান;
ঈশ্বরের চরণ স্মরিয়ে।
দিবস ও বিভাবরী, সুখেতে যাপন করি,
রহিলেন সানন্দ হৃদয়ে॥

পরদিন প্রাতঃকালে করি গাত্রোত্থান।
আপনার কৃত্য সব করি সমাধান॥

নৃপের অনুজ্ঞা মতে সভা বিদ্যমানে।
উপস্থিত হইলেন হৃষ্টান্তঃকরণে ॥
মহাসেন মহীপতি সুশীল বালকে।
আগত সভাভবনে হেরিয়া পুলকে ॥
যথা যোগ্য সুসম্মান আদি সহকারে।
অনুমতি করিলেন তথা বসিবারে ॥
অতঃপর কহিলেন হে দ্বিজকুমার।
কল্য সুখে অবস্থিতি হলোত তোমার ॥
যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন তব হয়েছিল।
তদাভাবে কোন বিঘ্ন নাহিত হইল ॥
রাজ অনুমতিক্রমে আসীন আসনে।
নিবেদন করে ধীর মধুর বচনে ॥
মহারাজ আপনার রাজশ্রী কৃপাতে।
অসুখ ও বিঘ্ন নাহি ঘটে কোনমতে ॥
পরম সুখেতে গত দিবা বিভাবরী।
আহার নিদ্রায় বঞ্চি বিশ্বেশ্বরে স্মরি ॥
অপার সলিল পূর্ণ পারাবার যথা।
সফরীর পিপাসা কি শান্ত নয় তথা ॥
কল্পবৃক্ষ সমীপেতে করি অবস্থান।
ক্ষুধাতুর হইয়ে কি কেহ ত্যজে প্রাণ ॥
সিন্ধুসুতা যার গৃহে অচলা হইয়ে।
বাস করে নিরবধি সানন্দ হৃদয়ে ॥
দ্রব্যের অভাব তার কোথাও না শুনি।
কি কারণ সেই কথা জিজ্ঞাস আপনি ॥
ওহে মহারাজ তব আতিথ্য সৎকারে।
যেরূপ আনন্দ লাভ করেছি অন্তরে ॥
ভরসা আপন প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
সেরূপ আনন্দ লাভ করিবে এ জন ॥

সুশীল কহিল যদি একরূপ বচন।
মহীধব হৃষ্টচিত্তে করি আকর্ণন॥
আর তার শীলতায় তুষ্ট হয়ে মনে।
কহেন ঈষৎ হাসি মধুর বচনে॥
ওহে ব্রাহ্মণতনয় সুশীল নন্দন।
আমার বচন এবে করহ শ্রবণ॥
দেখিতেছি যেইরূপ তোমারে তৎপর।
সমর্পণ করিবারে প্রশ্নের উত্তর॥
তাহে হেন বোধ হয় আমার প্রশ্নেতে।
পারিলেও পারিবে হে সদুত্তর দিতে॥
কিন্তু তব বয়োবস্থা আদি দরশনে।
মনেতে বিচার করি তোমায় কোন ক্রমে॥
দুরূহ প্রশ্নে উত্তর জিজ্ঞাসা কারণ।
না হয় উচিত মম পক্ষে কদাচন॥
ফলতঃ যখন তুমি সে প্রশ্ন শ্রবণে।
সমধিক অভিলাষ করিতেছ মনে॥
অবশ্য সে প্রশ্ন আমি কহিব এখন।
মনোযোগ করি তাহা করহ শ্রবণ॥
হে দ্বিজনন্দন আমি এ ভব সংসারে।
দেখেছি সর্ব্ব বিষয়ে আলোচনা করে॥
সত্য যে কোন পদার্থ অবনী ভিতরি।
নিশ্চয় করিতে আমি তাহা নাহি পারি॥
যেই বস্তু দরশন করি স্বনয়নে।
তাহা বিনশ্বর জ্ঞান হয় মম মনে॥
এ সংসারে কোন বস্তু চিরকাল মত।
দেখিবারে নাহি পাই একরূপে স্থিত॥
অতএব কিবা সত্য বলহ সংসারে।
প্রথমতঃ এই প্রশ্ন কহিনু তোমারে॥

সত্য।

নৃপের এমত বাণী, সুশীল কর্ণেতে শুনি,
স্মিত মুখে কহিতে লাগিল।
মহারাজ আপনার, সুখ্যাতি খ্যাত সংসার,
অবিদিত নহে কোন স্থল॥
সাধারণ জনগণে, তবোক্ত প্রশ্ন শ্রবণে,
কঠিন বলিয়া বটে মানে।
কিন্তু বিজ্ঞ জনগণ, করি প্রশ্ন আকর্ণন,
সদা ভাবে অতি লঘু জ্ঞানে॥
কেননা যাহার জন্যে, প্রত্যক্ষ মর্ত্ত্য ভুবনে,
অচল সচল জীবগণ।
স্থল জল আদি করি, কানন ভূধর গিরি,
সর্ব্ব স্রষ্টা করেন সৃজন॥
ব্রহ্মাদি কৃমি পর্য্যন্ত, যার নিমিত্ত অনন্ত,
জীবগণ সদা সচেষ্টিত।
যাহার সুখ কারণ, দেব ব্রহ্ম সনাতন,
সৃষ্টি করিলেন এ জগত॥
ধার্ম্মিক কি পাপি নরে, সকলে যাহার তরে,
স্বস্ব অভিমত কার্য্য করে।
সেই সুপ্রসিদ্ধ সত্য, বিজ্ঞজন অপ্রতীত,
কখন থাকিতে নাহি পারে॥
এ শুনি কহে নৃপতি, যাহা কহিলে সম্প্রতি,
অভিপ্রায় বুঝিতে না পারি।
সর্ব্ব জীব যে নিমিত্ত, রহিয়াছে সচেষ্টিত,
এই মর্ত্ত্য ভুবন ভিতরি॥
তাহা যদি সত্যমত, তব অভিপ্রেত হয়,
তবে তুমি কহ মম প্রতি।

আমি এবে স্বীয়ান্তরে, নিঃসন্দিগ্ধ হইবারে,
কেমনেতে পারি হে সম্প্রতি।
কেননা ভব সংসারে, যে সকল জীব চরে,
পৃথকেতে যে যে কর্ম্ম করে।
তাহাদের কর্ম্মফল, ভিন্ন ভিন্ন অবিকল,
সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বকাল তরে॥
বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম, কামিনী সঙ্গমোৎপন্ন,
কর্ম্মফল একরূপ নয়।
পাপ ও পুণ্যের কর্ম্ম, দুয়ের পৃথক ধর্ম্ম,
একরূপ কদা নাহি হয়॥
যে যে কর্ম্ম জীবগণ, করে সর্ব্বদা সাধন,
তাদের উদ্দেশ্য তার ফল।
সুতরাং পৃথক কর্ম্মে, আপনার জাতি ধর্ম্মে,
ফলিবে পৃথক রূপ ফল॥
তবে কিরূপে সবার, প্রবৃত্তির, মূলাধার,
একরূপ হইবারে পারে।
ইহার মর্ম্ম আমারে, তুমি সুপ্রকাশ করে,
বুঝাইয়া দেহ অতঃপরে॥

সুশীল কহিল তবে মহীপাল শুন।
পৃথক পৃথক রূপে যত প্রাণীগণ॥
যে সকল কর্ম্ম আদি করে সমাপন।
প্রধান উদ্দেশ্য এক মাত্র সুখ জান॥
সংসারে বাণিজ্য কৃষি নৃপের সেবন।
আহার বিহার আর ভ্রমণ, শয়ন॥
এ সকল কর্ম্ম সবে সুখের কারণ।
সর্ব্বদা চেষ্টিত হয়ে করে সম্পাদন॥

যেরূপ ধার্ম্মিক নরে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে।
পুণ্য উপার্জ্জন করে সুখের কারণে॥
সেরূপ পাপীষ্ঠ নরে এ ভব সংসারে।
ঐহিক সুখের জন্য পাপ কর্ম্ম করে॥
সুখের কারণ বিনা কেহ কদাচিত।
অন্য ফলোদ্দেশে কর্ম্মে নাহি হয় রত॥
অচিন্ত্য পরম কারুণিক বিশ্বেশ্বর।
সৃজন করেন এই বিশ্ব চরাচর॥
তাহাও জীব নিবহের সুখের কারণ।
এতদ্ব্যতীত তাঁর নহে অন্য মন॥
যদি কেহ একবার স্থির নেত্র করে।
আলোচনা করি দেখে আপন অন্তরে॥
অনন্ত সুখ সেবন করাবার তরে।
সৃজন করেন তিনি সমস্ত জীবেরে॥
সে সুখ কারণে কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকে তারা।
সে জন দর্শন করে জ্ঞান নেত্রদ্বারা॥
যে পদার্থ অখিল বিষয়ে প্রবৃত্তির।
নিমিত্ত তাবদ্বস্তুর উৎপত্তির স্থির॥
তাহা ভিন্ন এই ভব অনিত্য সংসারে।
কি সত্য পদার্থ আছে বলহ আমারে॥
সুশীলের বাক্য নৃপ শুনি আকর্ণনে।
তাহারে কহেন পুন সহাস্য বদনে॥
হে দ্বিজকুমার এক মাত্র সুখোদয়।
সকলেরি কার্য্য প্রবৃত্তির মূল হয়॥
তাহা তব বাক্যদ্বারা হইল প্রত্যয়।
ইহাতে আমার মনে নাহিক সংশয়॥
কিন্তু যে বিনাশ্য বস্তু জন্মে এ সংসারে।
সত্য জ্ঞানে বিজ্ঞজন স্বীকার না করে॥

কালেতে উৎপন্ন হয়ে যাহা নাশ পায়।
কখন সটীক বলি না মানে আহায়॥
এতাবতা যেই বস্তু নিয়ত উৎপত্তি।
হইয়া সময়যোগে পায় বিনশ্যতি॥
কোন প্রকারে তাহারে এ ভব সংসারে।
সত্য আখ্যা দানে নাহি পারি মানিবারে॥
যদি সুখ পদার্থই হইত প্রকৃত।
তবে দুঃখ জ্ঞান কারো ভবে না থাকিত।
যেরূপ জগতে প্রভাকরের কিরণ।
অন্ধকার পদার্থরে করে নিবারণ॥
তদ্রূপ জীবের দেহে হৃদয় ক্ষেত্রেতে।
উৎপত্তি বিনাশ হীন পদার্থ থাকিতে॥
কখন কাহারো মনে কোন প্রকারেতে।
দুঃখরাশি নাহি পারে উদয় হইতে॥
কিন্তু যদা ভবে সুখ পদার্থ উৎপত্তি।
আর ও বিনাশ প্রাপ্ত হৈল অবগতি॥
সত্য পদার্থ বলিয়া তাহারে কখন।
জ্ঞানী গুণী জনগণ না করে গ্রহণ॥

সুখ।

সুশীল কহিল, শুন মহীপাল, সুখ যে পদার্থ হয়।
তাহার উৎপত্তি, কিম্বা বিনশ্যতি, কদাচ সম্ভব নয়॥
যদ্যপিও উক্ত, সকল পদার্থ, আত্মা হইতে অভিন্ন।
তবে তৎ প্রকাশ, আর তার নাশ, হতো সময়ে সম্পন্ন॥
যদা হে রাজন আত্মাতে অভিন্ন, হয় উক্ত সুখ ধন।
তদা কি প্রকারে, সম্ভবিতে পারে, তার জনম নিধন।
যত বিজ্ঞবরে, অশান্ত জ্ঞানেরে, দুঃখ বলি ব্যক্ত করে।
সুখ সংস্কারে, প্রশান্ত জ্ঞানেরে, সর্ব্বদা প্রচার করে।

আরও ঐ সুখ, যদা মানসিক, অশান্ত রূপ বৃত্তির।
হয় অনুগামী, তদা তারে আমি, দুঃখ বলি করে স্থির॥
যদা তাহা উক্ত, বৃত্তি আনুগত্য, পরিত্যাগ করে থাকে।
তদা সুখ বলে, তারে মহীতলে, উল্লেখিত করে লোকে॥
স্বয়ং শাস্ত্রকুল, ও তৎ অনুকূল, বহুতর যুক্তিবলে।
পরম বিশুদ্ধ, সদজ্ঞান পদার্থ, চৈতন্যকে আত্মা বলে॥
জগত সংসারে, সদা ব্যাখ্যা করে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ।
জনম মরণ, বিকারাদি কোন, তার নহে সম্ভাবন॥
যেন সূর্য্যজ্যোতি, নীলপীত আদি, লোহিতাদি কাচপাত্রে।
প্রতিরূপ ধরে, বিবিধ বর্ণেরে, প্রকাশে ধরণী গাত্রে॥
সেরূপ বিশুদ্ধ, জ্ঞানজ্যোতি তত্ত্ব, বহুতর গুণান্বিত।
জীবের হৃদয়ে, প্রতিফলিত হয়ে, নানা রূপে প্রকাশিত॥
যখন প্রশান্তা, জ্ঞানরূপ আত্মা, জীবের অশান্তাঃন্তরে।
প্রতিরূপ হয়, তারে দুঃখ কয়, এই অবনী মাঝারে॥
নতুবা জীবের, অন্তঃকরণের, অশান্তির নিবারণ।
কিম্বা অনুৎপত্তি, আর বিনশ্যতি, নাহি হতো কদাচন॥
অতএব সব, তাঁর সৃষ্ট জীব, এই ভুবন ভিতরে।
সুখের বিরোধি, দুঃখ ক্লেশ আদি, অনুভব নাহি করে॥
এইরূপ যদি, নীল পীত আদি, যত বিচিত্র বরণ।
কাচ পাত্রোপরে, স্বীয় স্বীয়াকারে, করি স্ববর্ণ ধারণ॥
বিশুদ্ধ জ্যোতিরে, গ্রাস করিবারে, হয় প্রধান আধার।
তবে মনস্থিত, অশান্ত পদার্থ, সুখস্বরূপ আত্মার॥
সদা বিপরীতে, প্রতীতি করিতে, হয় প্রধান কারণ।
নচেৎ তাহার, উৎপত্তি সংহার, হতে নারে কদাচন॥

জ্ঞান।

নৃপ কহিলেন শুন হে দ্বিজনন্দন।
জ্ঞান বস্তুর জন্ম নাশ নাহি কদাচন॥

ঘট পট আদি জ্ঞান যেই সংস্কার।
জন্ম হলে নাশ হয় সবে জানে সার॥
বিশেষতঃ ঈশ হতে আত্মার জনম।
বহু কাল্লাবধি শাস্ত্রে আছে প্রকটন॥
তবে জ্ঞান পদার্থের জন্ম বিনাশন।
নাহি থাকা কি প্রকারে হয় সম্ভাবন॥
সুশীল কহিল নিবেদন নরনাথ।
যেরূপ সর্ব্বব্যাপক আকাশ পদার্থ॥
সর্ব্বভূতের আদিতে হইয়ে সৃজন।
অনাদি কালপর্য্যন্ত থাকি সজীবন॥
ঘটোৎপত্তি সময়েতে ঘটের জনম।
বিনাশ কালেতে ঘট হইল নিধন॥
আদিতে জনম আর অন্তে নাশ হৈল।
এইরূপ ব্যবহৃত হয় সর্ব্বকাল॥
যেরূপ জ্ঞান পদার্থ হইয়াও নিত্য।
ঘটাদি ঘটিত বিষয়ক মনস্তত্ত্ব॥
উৎপত্তি বৃত্তির দ্বারা উৎপন্ন যে হয়।
বিনষ্ট বিনাশ দ্বারা হয়ে হয় লয়॥
বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্ম পদার্থরে।
ঈশ্বর কদাচ নাহি সৃজেন সংসারে॥
যেই জ্ঞান পদার্থকে করিয়া আশ্রয়।
সকল জীব নিয়ন্তা হন দয়াময়॥
জীবগণ সে পদার্থ করি সারোদ্ধাব।
জীবন যাপন করে নিয়মে যাহার॥
ঈশ্বর বিশুদ্ধ উপাধিত্ব যুক্তমতে।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব নিয়ন্তা হন এ জগতে॥
বিনাশ উপাধি প্রাপ্ত হয়ে জীবগণ।
ঈশ্বরের নিয়ম্য রহে হয়ে সর্ব্ব ক্ষণ॥

জীবের এ ভেদ মাত্র ঈশ্বর সহিত।
জীবের উপরে তার মাত্র ঈশ্বরত্ব॥
অনাদি সময়াবধি আছেন ঈশ্বর।
তদ্রূপ আছয়ে জীব ব্যক্ত চরাচর॥
জীবের আত্মা স্বরূপ চৈতন্য পদার্থ।
হয়েন পরমেশ্বর এক ব্রহ্ম সত্য॥
যদি ব্রহ্ম বস্তু বিধিমুখে নিরূপিত।
কোনরূপে না হতে পারে কদাচিত॥
অর্থাৎ অমুক বস্তু বলিয়া নির্ণয়।
ঈশ্বরে যদ্যপি করিবার যোগ্য নয়॥
তথাচ তাহার মূল করহ শ্রবণ।
কোনহ পদার্থ বলি তিনি ব্যক্ত নন॥
জল স্থল কিছু নয় নহে বায়ু মত।
নিষেধ মুখেতে তিনি হন মীমাংসিত॥
কিন্তু এমত প্রকারে যখন তাঁহায়।
কার্য্য পদার্থ হইতে ভিন্ন বলা যায়॥
তখন তিনি জ্ঞান বস্তু হইতে বিভিন্ন।
হইতে না পারে কোন মতে প্রতিপন্ন॥
কেননা ব্রহ্ম বস্তুরে অজ্ঞান বলিয়ে।
যদি প্রতিপন্ন কর সংসার আলয়ে॥
তবে তিনি জ্ঞানহীন ও পদার্থ হীন।
অবস্তু সংস্কারে কালক্রমে হন লীন॥
অপিচ নিষেধের অবধিভূত জ্ঞান।
যদি সর্ব্বকালে নাহি থাকে বিদ্যমান॥
সকল বস্তুর-তবে নিষেধ নিশ্চয়।
কদাচ হে কোনরূপে সিদ্ধ নাহি হয়॥
অতেব জ্ঞান স্বরূপ যে সুখ পদার্থ।
সত্যতা বিষয়ে তার নাহি সন্ধ মাত্র॥

দুঃখ।

নৃপতি কহেন শুন, ওহে ব্রাহ্মণনন্দন,
যে সকল কহিলে হে তুমি।
তদ্দ্বারা হলো প্রতীত, সুখ যে পদার্থ সত্য,
ইহাতে না ভিন্ন ভাবি আমি॥
সত্য বস্তুর সম্বন্ধে, আমার মনের মধ্যে,
যে সব সন্দেহ এবে ছিল;
তাহা এবে হৈল দুর, চরিতার্থতা প্রচুর,
মম মন এখন লভিল॥
অন্য প্রশ্ন এই মম, করুণাময় পরম,
সর্ব্ব সৃষ্টিকর্ত্তা এ জগতে।
না সৃজেন দুঃখ যদি, তবে সাংসারিক ব্যক্তি,
পরিতৃপ্ত না হয়ে তাহাতে॥
নির্ম্মল আনন্দ ভবে, সম্ভোগ করিত সবে,
আর পরস্পরে কদাচন।
অনিষ্টতা না করিত পৃথিবীতল সতত,
সর্ব্ব পক্ষে হত স্বর্গসম॥
সুশীল কহিল রাজ, অনিত্য ধরণী মাঝ,
যদি এককালে দুঃখদশা।
সঞ্চার রহিত হতো, সাংসারিক লোক যত,
মনে না ভাবিত সুখ আশা॥
তবে ভবে জীবগণ, আপন কর্ম্ম কারণ,
প্রবৃত্তি প্রকাশ না করিত।
এই জগতের কার্য্য, কদাচিত নহে ধার্য্য,
কোনরূপে উৎপন্ন না হতো॥
যেমন ভূমিকর্ষণ, শস্য বীজাদি বপন,
শস্যোৎপত্তি প্রভৃতি কারণ।

সেইরূপ জীবগণ, প্রাক্তনের সুলিখন,
কর্ম্ম জন্ম নাশের কারণ ॥
করি দুঃখেরে বর্জ্জন, সুখ প্রাপ্তির কারণ,
কার না থাকিত অভিলাষ।
ভবে কোন কর্ম্ম জন্য, কোনজন কদাচন,
মনোমধ্যে না করিত আশ ॥
সুতরাং কর্ম্ম অভাবে, জন্ম মরণাদি সবে,
কিছু মাত্র নহে সম্ভাবিত।
কাযে এ জগত কর্ম্ম, গগণ কমলিনী সম,
একেবারে অলীক হইত ॥
জীবের দুঃখ নিবৃত্তি, কিম্বা তার সুখ প্রাপ্তি,
বিষয়ে প্রবৃত্তি না থাকিত।
যদি নরের কারণে, জীব হিতার্থ সাধনে,
তিনি নাহি হয়েন চেষ্টিত ॥
তবে জীবের হিতার্থ, ঈশ্বরের হস্ত কৃত,
বহুবিধ দ্রব্যের সৃজন।
শূন্যালয় মধ্যে দীপ, বৃথায় জ্বলে যেরূপ,
তদ্রূপ হইত অকারণ ॥
দুঃখ নামেতে পদার্থ, যদি ভবে না থাকিত,
তবে জগতের জীব যত।
সকলে হতো বিনাশ, না থাকিলে দুঃখ আশ,
কেহ নাহি থাকিত জীবিত ॥
কীট পতঙ্গ প্রভৃত, পশু পক্ষী আদি যত,
যে সকলে স্বস্ব প্রাণ লয়ে।
এ ভবে বসতি করে, তাদিগের কলেবরে,
পঞ্চভূত আছে লিপ্ত হয়ে ॥
সেই ভৌতিক নিয়ম, যে জন করে লঙ্ঘন,
তাহার অকাল মৃত্যু হয়।

থাকিলে নিয়মাধীন, সেই জন দিন দিন,
সুখ প্রাপ্তে দিন করে ক্ষয় ॥
যদি জলস্থাগ্নি দাহ, জীবগণের দুঃখাবহ,
না হইত তবে জীব যত।
না হয়ে তৎস্পর্শে ভীত, তার সংস্পর্শ বশতঃ,
অবশ্যই বিনষ্ট হইত ॥
এইরূপে বায়ু জল, আদি পদার্থ সকল,
যাহাদের অযোগ্য সেবায়।
প্রাণিদিগের সতত, নানা বিপদ উপস্থিত,
পরন্তু শরীর নাশ পায় ॥
যে সকল জীবগণ। জল বায়ুর সেবন,
করিতে না হয় সাবধান।
অকালে শমনালয়, গিয়া উপস্থিত হয়,
ইহাতে নাহিক আর আন ॥
বিশেষতঃ কোন নরে, আপনার কলেবরে,
যদি কোন দুঃখ না ভাবিত।
এ জগত মধ্যে বাস, করিবারে বারো মাস,
কেহ শক্ত নাহিক হইত ॥
তাঁর সৃষ্ট জীবচয়ে, দণ্ড জন্য দুঃখ ভয়ে,
পীড়িত হইয়া পরস্পরে।
পর অনিষ্ট সাধন, নাহি করি সর্ব্বক্ষণ,
থাকিত হে কুণ্ঠিত অন্তরে ॥
জগত মধ্যেতে আর, না থাকিলে দুঃখ ভার
তাহাদের মধ্যে কোন জন।
করিতে পর অনিষ্ট, সদা থাকিত সচেষ্ট,
শঙ্কিত না হতো কদাচন ॥
দণ্ডনায়ক রাজন, আর কিছু নিবেদন,
আছে মম করুণ শ্রবণ।

রাজদণ্ডে ভয় বুঝে, নরগণ পরস্পরে,
অপকার করিতে সাধন॥
যেরূপ থাকে কুণ্ডিক্ষে, সেইরূপে এ জগত,
মধ্যে নরগণ পরস্পরে।
লোক দণ্ড দেহ দণ্ড, ভয়ে সবে প্রতি দণ্ড,
অনিষ্ট চেষ্টায় শঙ্কা করে॥
দণ্ডাদির দুঃখ ভয়, যদি সংসারে না রয়,
তবে কোন জীব কোন কালে।
করিবারে অপকার, কিম্বা জীবন সংহার,
নিবৃত্ত না হতো ভূমণ্ডলে॥
মকরাদি যথা জলে, ক্ষুদ্র স্বজাতি সকলে,
অবহেলে প্রাণে নাশ করে।
সেইরূপেতে সকলে, নিঃশঙ্কায় সর্ব্বকালে,
করিত ভক্ষণ পরস্পরে॥
পশু পক্ষী পতঙ্গাদি, ক্ষুদ্র প্রাণি নিরবধি,
তাদের অনিষ্টকর হতো।
মনুষ্যাদি জাতি শ্রেষ্ঠ, তাহে হইত সচেষ্ট,
ক্ষান্ত না হইত কদাচিত॥
অতেব বসুধাধিপ, যদি হয় এইরূপ,
তবে এই অবনীমণ্ডলে।
এক মাত্র দুঃখ ভয়ে, সবে অখিল বিষয়ে,
নিবৃত্ত প্রবৃত্ত হয় ফলে॥
ভৃত্যেরা যে নিরন্তর, করি বিনয় পুরঃসর,
প্রভুর আদেশে সেবা করে।
অবলা রমণী জাতি, পতি প্রতি রাখি মতি,
তারে সেবে চিরকাল তরে॥
গুরুতর পরিশ্রম, করিয়া কৃষকগণ,
করিয়া থাকে ভূমির কর্ষণ।

করিতে বিক্রয় ক্রয়, যাহে মুদ্রা আয় হয়,
তাহা করিবারে সম্পাদন ॥
স্বীকার করিয়া ক্লেশ, যায় বণিক বিদেশ,
দুর্গম সমুদ্রে লয়ে তরি।
কেবল মাত্র আকিঞ্চন, এ জগতে অনুক্ষণ,
থাকিবারে দুঃখ হতে তরি ॥
যদিচ কর্ম্ম করিলে, কিম্বা তাহা না করিলে,
দুঃখ সম্ভাবনা না থাকিত।
তবে দেখ কোনজন, কোন বিষয়ে কখন,
প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত না হতো ॥
সুতরাং ভব সংসার, ত্যাগ করি সারাৎসার,
অসার খলু সংসার হয়ে।
প্রাপ্ত হইয়ে অকালে, কালঃ করাল কবলে,
পতিত হইত অসময়ে ॥
দয়ালু পরমেশ্বর, সর্ব্ব দয়ার আকর,
যার সৃষ্ট এই ত্রিভুবন।
দয়া ভাবি হৃদয়েতে, স্বীয় অমোঘ দৃষ্টিতে,
এ সকল করি আলোচন ॥
কৃপানেত্রে করি দৃষ্টি, এ সংসারে দুঃখ সৃষ্টি,
করেছেন অনন্ত ব্যাপক।
তাঁর সৃষ্ট দুঃখ ধর্ম্মে, জীবের অখিল কর্ম্মে,
হইয়াছে প্রবৃত্তিদায়ক ॥

সুশীলের হেন বাণী, শ্রবণ কুহরে শুনি,
নৃপমণি হয়ে হৃষ্টমন।
আনন্দ সাগরে ভাসি, তাহার নিকটে আসি,
প্রকাশিয়ে প্রেমের লক্ষণ ॥

তাহার যুগল করে, ধরি প্রফুল্ল অন্তরে,
কপোলেতে করিয়ে চুম্বন।
আপনার জানুপক্ষে, তারে স্থান দান করে,
কহিলেন এরূপ বচন॥
ওহে ব্রাহ্মণনন্দন, এই ব্রহ্মাণ্ড ভুবন,
যেইজন করেন সৃজন।
তাঁহার দয়া প্রভাবে, ব্রাহ্মণকুলেতে ভবে,
তুমি জন্ম করেছ গ্রহণ॥
বোধ হয় স্বর্গপুরে, কোন দেবতা আকারে,
হয়েছিল তব অবস্থান।
অতঃপর স্বীয় দোষে, পতিত হইয়া শেষে
নরদেহে হয়ে মূর্ত্তিমান॥
দেবের সদৃশ কায, সাধিতে ধরণীমাঝ,
হইয়াছে তব আগমন॥
তব বিদ্যাদি গৌরবে, গ্রহণ করিয়া এবে,
হয়েছি হে আনন্দিত মন॥
এবে তুর বয়ক্রম, হয় নাই অতিক্রম,
ষোড়শ বৎসর এ ভুবন।
দেব বিনা সেইজন, এরূপ জ্ঞান ধারণ,
করিতে কি পারে কদাচন॥
মহেন্দ্রযোগেতে তুমি, অবতীর্ণ এ অবনী,
তার কিছু নাহিক সন্দেহ।
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফলে, আসিয়া ধরামণ্ডলে,
কতরূপ লীলা প্রকাশহ॥
তোমারে হে যেইজন, গর্ভে করেছে ধারণ,
তারে করি ধন্যবাদার্পণ॥
এমন সুপুত্র ছেলে, রাখিয়া ধরামণ্ডলে,
করেছেন পৃথ্বীর ভূষণ॥

তোমার শিক্ষক গুরু, জ্ঞানেতে সে কল্পতরু,
ধন্যবাদ তার জ্ঞানধনে।
তোমারে হে সেই ধন, করি তিনি বিতরণ,
প্রসংশীয় হলেন ভুবনে॥
অতঃপর হে নন্দন, মম বচন শ্রবণ,
কর তুমি প্রফুল্ল অন্তরে।
বটে বয়েসে নবিন, কিন্তু কার্য্যেতে প্রবীণ,
হইয়াছ তুমি এ সংসারে॥
আমার যে প্রশ্নগণ, তুমি করিলে পূরণ,
আশা করি তদুত্তর দানে।
কত বিজ্ঞ সুধীজন, করেছিল আগমন,
আমার এ বিচার ভবনে॥
কিন্তু তাহার উত্তর, দূরে থাকুক সত্বর,
প্রথমতঃ প্রশ্ন শ্রবণেতে।
হৃদয়ে পাইয়া ভয়, সকলে স্ব স্ব আলয়,
প্রস্থান করেছে তদণ্ডেতে॥
কোন প্রাজ্ঞ সুধীবর, দিতে প্রশ্নের উত্তর,
করি বহু চেষ্টা ও যতন।
তাহা না করি সাধন, হয়ে অতি দুঃখী মন,
কারাবাসে করেছে গমন॥
কিন্তু তুমি হে এখন, সে প্রশ্ন করি পূরণ,
তাদের অপেক্ষা শত গুণে।
লভিলে হে সুসম্মান, রাখিলে আমার মান,
অতএব আমি হৃষ্ট মনে॥
পূর্ব্বকৃত আপনার, প্রতিজ্ঞা হেতু রক্ষার,
এই সভা স্থল বরাবরি।
স্বীয় দুহিতা রতন, সহিত অমূল্য ধন,
তব করে সমর্পণ করি॥

সেই মাত্র কন্যা মম, অতি রতনের ধন,
তদ্ভিন্ন নাহিক আর অন্য।
তৎসহিত রাজ্যখণ্ড, করি তোমারে অর্পণ,
তুমি ভোগ কর চিরজন্য॥
আর সেই কন্যা লয়ে, তার সহযোগী হয়ে,
আনন্দেতে কর কাল যাপনা।
মম পুত্রসম হয়ে, বাস কর মমালয়ে,
এই মম হৃদয় বাসনা॥
পরন্তু মম নিধন, হলে পর তুমি ধন,
হবে মম সর্ব্বস্বাধিকারি।
ঈশ্বর করুণ দয়া, দিয়ে তোঁহে পদছায়া,
দীর্ঘায়ু দিউন দয়া করি॥

———

এইরূপে মহারাজ সুশীলের প্রতি।
সভামাঝে স্নেহভাবে করিলেন উক্তি॥
শ্রবণকুহরে তাহা করিয়া শ্রবণ।
সভাস্থ পণ্ডিত আর সভ্য ভব্যগণ॥
হৃষ্টান্তঃকরণে সবে কহিল নৃপেরে।
মহারাজ সম ব্যক্তি নাহিক সংসারে॥
রাজারে যে চরাচরে কহে জগদ্দল।
আপনি প্রধান তার দৃষ্টান্তের স্থল॥
যে সকল কর্ম্মকাণ্ড করেন আপনি।
তাহাতে আপন নাম খ্যাত এ অবনী॥
ব্রাহ্মণনন্দন বটে ছিলেন নির্ধন।
আপনি তাহারে দয়া করি বিতরণ॥
ধনী করিলেন বহু ধন রত্ন দানে।
বিশেষতঃ আপনার দুহিতা প্রদানে॥

নির্ধন সন্তান প্রতি কেহত কখন।
হেন রূপ দয়া নাহি করে বিতরণ॥
আপনার দুহিতারে করিতেছ অর্পণ।
বিলম্ব করিতে আর কিবা প্রয়োজন॥
ব্রাহ্মণনন্দনে অবিলম্বে কন্যাদান।
করিয়ে আপনি হউন ধন্য পুণ্যবান॥
কেননা দুহিতা ধন দানের সমান।
পৃথিবীর মধ্যে আর নাহি অন্য দান॥
সসাগরা পৃথ্বী যদি দান কর তুলে।
তথাচ না হয় কন্যাদান সমতুলে॥
ঈশ্বর প্রসাদে এই ভুবন ভিতরে।
লইয়ে আসন স্বর্ণ সিংহাসনোপরে॥
ইন্দ্রের সদৃশ বজ্র করিয়া ধারণ।
এই ধরণীমণ্ডল করুণ সাশন॥
আর স্ত্রীপুত্র সংহতি দীর্ঘায়ু হইয়ে।
যাপন করহ কাল ঈশ্বরে ধেয়ায়ে॥
সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ এরূপ বচনে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন যতনে রাজনে॥
তাহা শুনি নৃপমণি হয়ে হৃষ্টচিত্ত।
করেন সবার পদে প্রণতি ত্বরিত॥
অতঃপর এ সংবাদ নৃপ অন্তঃপুরে।
দ্রুতগতি গেল যেন বিদ্যুৎ আকারে॥
তাহা শুনি অন্তঃপুর বাসিনী রমণী।
সকলেতে প্রকাশিল আনন্দের ধ্বনি॥
বিশেষতঃ নৃপজায়া সৌদামিনী ধনী।
যার রূপ গুণ যশঃ পূর্ণ এ অবনী॥
শুনিয়া আপন কন্যাদানের বারতা।
আনন্দ হৃদয়ে মুখে নাহি সরে কথা॥

অতঃপর আধ আধ এরূপ বচনে।
কহে সহচরী প্রতি আনন্দিত মনে ॥
এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিবারে পাই।
যাহা কদাচিত আমি কর্ণে শুনি নাই ॥
মহারাজ আপনার সভাসদ সঙ্গে।
রাজকার্য্য সমাধা করেন নানা রঙ্গে ॥
তাহাতে তাঁহার সব কাল হয় ক্ষয়।
না থাকে অন্য বিষয় চিন্তার সময় ॥
যাহার গৃহেতে বাস করয়ে নন্দিনী।
ষোড়শী নব যৌবনী বিলাসিনী ধনী ॥
বিবাহ নাহিক হয় যেন অগ্নিকণা।
বিরস বদনে ফেরে কুরঙ্গ নয়না ॥
মনেতে নাহিক সুখ সদাই চঞ্চল।
এ হেরি মায়ের প্রাণ বাঁচে কিসে বল ॥
ললনা বলনা কত স্মর জ্বালা সয়।
বিধির নিবন্ধ কভু বৃথা নাহি হয় ॥
সময়েতে কন্যা মোর হৈলে বিবাহিতা।
এতদিনে হত তার সন্তান দুহিতা ॥
চাঁদের বদন হেরি নৃপ মহামতি।
পুন্নাম নরক হতে পেতেন নিষ্কৃতি ॥
সে বিষয়ে নৃপতির অযত্ন দর্শনে।
কভু নাহি ভাবিতাম আপনারর মনে ॥
এখন আমার ভাগ্যফল অনুসারে।
গুরুজন আশীর্ব্বাদে ঈশ্বরের বরে ॥
সমযোগ্য পাত্রে তিনি করিয়া অর্পণ।
কন্যা জামাতার মুখ করি দরশন ॥
আপন জন্ম সার্থক করুণ অতঃপর।
যাতে নাহি যেতে হবে রৌরব ভিতর ॥

কোথা ওগো সখীগণ তোরা ত্বরা করে।
বিবাহ সংবাদ এবে জানাও কন্যারে।
শুনি সখীগণ সবে একত্রে মিলিয়ে।
প্রফুল্ল অন্তরে যায় কন্যার আলয়ে॥
তাঁর বিবাহের বার্ত্তা জানায়ে তাঁহারে।
বিবাহের শুভোদ্যোগ সকলেতে করে॥
যথা বিধি আছে গাত্রে হরিদ্রা লেপন।
উদ্যোগী হইয়া তাতে প্রিয় সখীগণ॥
কন্যার সর্ব্বাঙ্গে তাহা লেপিয়া যতনে।
উলু উলু ধ্বনি করে সুমঙ্গল জ্ঞানে॥
বহুকালাবধি আদি ব্যবস্থানুসারে।
কাঞ্চন কাজললতা দেয় কন্যা করে॥
নব বস্ত্র হরিদ্রায় সুরঞ্জিন করি।
পরিধানহেতু দেয় কন্যা বরাবরি॥
রজত কাঞ্চন মণি মুক্তা আদি করে।
বহুমূল্য দ্রব্য যত আছে নৃপাগারে॥
সে দ্রব্যের অলঙ্কার যে যে অঙ্গে সাজে।
কন্যারে সাজায় মনসাধে সেই সাজে॥
তাহাতে কন্যার রূপ দ্বিগুণ হইল।
পূর্ণিমা নিশায় যেন চন্দ্রমা মণ্ডল॥
অতঃপর বিবাহের দিন উপস্থিতে।
নৃপতি সভার শোভা করেন বিধিমতে।
কাচ ও স্ফটিকময় বহু দীপাধান।
যাহাতে দীপকে দীপ্তি করিলে প্রদান॥
শত অংশুর কিরণ সমান প্রকাশে।
সভা করি সভাসদ সনে মনোল্লাসে॥
নৃপতি তুহি তা দান করণ মানসে।
আছেন বিবিধ শাস্ত্র প্রসঙ্গের রসে॥

শুভলগ্ন উপস্থিতে আপন কন্যারে।
করেন অর্পণ সেই ব্রাহ্মণকুমারে ॥
ব্রাহ্মণনন্দন তাহে ইষ্টলাভ করে।
মনোসুখী হইলেন নৃপতি অন্তরে ॥
পর দিবস প্রভাতে ব্রাহ্মণতনয়।
নৃপতির কাছে আসি মধুস্বরে কয় ॥
মহারাজ মম এক আছে নিবেদন।
অনুগ্রহ প্রকাশিয়া করুণ শ্রবণ ॥
যে প্রশ্ন প্রভাবে মম ঐশ্বর্য্য হইল।
আপনার খ্যাতি পূর্ণ অবনী মণ্ডল ॥
সে প্রশ্নের অভাবে যে অগণ্য ব্রাহ্মণ।
আপনার কারাগারে করে কাল যাপন ॥
এ নহে উচিত কর্ম্ম অতেব ত্বরায়।
তাহাদের মুক্তিদান করুণ কৃপায় ॥
তবে মম প্রশ্নোত্তর হইবে সফল।
নতুবা অসারমাত্র সকল নিস্ফল ॥
মুক্তি পেয়ে ব্রাহ্মণেরা করে আশীর্ব্বাদ।
তোমার হইবে পূর্ণ যত মনোসাধ ॥
কোন বিষয়ে অভাব না রবে সংসারে।
এই নিবেদন মম আপন গোচরে ॥
জামাতার হেন বাণী শুনিয়া নৃপতি।
আনন্দ সাগরে ভাসি কন তার প্রতি ॥
ওহে বাপু তুমি এবে করিয়া গমন।
তাহাদের কারাহতে কর আনয়ন ॥
সুশীল নৃপতি বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাহাদেরে শৃঙ্খলাদি করিয়া মোচন ॥
সভামধ্যে সবারে করিলে আনয়ন।
নৃপতি তাদের প্রতি কহেন বচন ॥

ওহে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিজ্ঞ সুধীগণ।
যে প্রশ্ন উত্তর মাঝে হইয়ে অক্ষম॥
কারাগারে বাস করেছিলে এতদিন।
তাহার উত্তর দিল বালক নবিন॥
অতএব তারে আপনারা সকলেতে।
আশীর্ব্বাদ করি এবে যান স্বস্থানেতে॥
যে বিষয়ে পটু সবে নাহিক হইবে।
লোকমাঝে মান যশঃ আর ধনলোভে॥
কখন তাহাতে নাহি হইও সম্মত।
পুরাকালে বিজ্ঞগণ কহে এই মত॥
আপন ভাগ্যের লিপি যেইরূপ ছিল।
বিধির নির্ব্বন্ধক্রমে তাহাই ঘটিল॥
তাহাতে বিষাদ নাহি করিয়া এখন।
প্রসন্ন হইয়া এবে করুণ গমন॥
তাহাতে আমার পাপ হইবে মোচন।
সবার নিকটে মম এই নিবেদন॥
ভূপতির বাক্য শুনি সকল ব্রাহ্মণ।
স্বীয় স্বীয় আলয়েতে করিল গমন॥
মহারাজ মহারাণী কন্যা জামাতারে।
বহুরূপ যতনেতে সুপালন করে॥
এইরূপে কিছুদিন রাণী ও রাজন।
পরম আনন্দে কাল করিয়া যাপন॥
সুশীল বনিতা লয়ে শশুর আলয়ে।
কালক্ষেপ করিতে লাগিল হৃষ্ট হয়ে॥
অতঃপর কিছু কাল গত হলে পর।
সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি পৃথ্বীশ্বর॥
অসার সকল ধন রাখি ধরাতলে।
শুভযাত্রা করিলেন শমন মণ্ডলে॥

মহারাণী নৃপতির মরণ দর্শনে।
হইয়ে শোকার্ত্ত মতি বিবাদিত মনে॥
হইয়া তৎপর সহগামী হইবারে।
দেহদান করিলেন শমনের করে॥
পিতা মাতা মরণেতে কন্যা গুণবতী।
প্রকাশে বহুত শোক সন্তাপিত মতি।
অতঃপর সুশীলের জ্ঞানের বচন।
শ্রবণ করিয়া তেঁহ হৈল স্নিগ্ধ মন॥
এইরূপেতে সুশীল ব্রাহ্মণনন্দন।
বাল্যকালাবধি করি বিদ্যারে যতন॥
বহু কষ্টে বহু যত্নে তাহা উপার্জ্জন।
করিয়া হইল শেষে অবনী ভূষণ॥
নৃপতির কন্যা তার হয় পাটরাণী।
সভাসদ আদি সবে সকলের ধনি॥
প্রকাশ করিয়া তারে সিংহাসনোপর
অভিষেক করিয়া বসায় বত্ন করে॥
তথা তিনি বহুদিন রাজ্যভোগ করে
আপনার পুত্রসম প্রজাগণে হেরে
সন্তোষে তাদের রাখি আপন অধীনে
রাজত্ব করিল মনোসুখে বহুদিনে
অতঃপর বয়োপ্রাপ্তে রাখিয়া সুখ্যাতি
স্বস্ত্রীকে শমনাগারে করিলেন গতি॥

সমাপ্ত।

শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল